66176 - যে ব্যক্তি একাকী রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে তার জন্য কি সিয়াম পালন করা অনিবার্য?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি একাকী রমজান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে তার জন্য কি সিয়াম পালন করা অনিবার্য? যদি তা অনিবার্য হয় এর সপক্ষে দলীল কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্তপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। যেব্যক্তিরমজান মাসের নতুন চাঁদঅথবাশাওয়ালমাসেরনতুন চাঁদএকাইদেখেছেএবংএব্যাপারেবিচারককে অথবাস্থানীয়লোকজনকেঅবহিত করেছেকেন্তুতারাতারসাক্ষ্যগ্রহণকরনেতিবকেসিএকাইরোজাপালনকরবে?নাকসিবারসাথেরোজাপালনকরবে-এব্যাপারে আলেমগণেরমাঝেতেনিটঅিভমিতরয়েছে: প্রথমমত:

সেব্যক্তি মাসের শুরু ও সমাপ্তি উভয় ক্ষেত্রে তারনজিরেদখোঅনুসারে একাকীআমলকরবে।মাসেরশুরুতেতেনি একাকী রোজাশুরুকরবেনএবংমাসেরশেষেনেজিরে দেখো অনুযায়ী রোজা ছাড়বেন।এটইিমামশাফয়ীরঅভমিত।

তবেতেনি তাগোপনকেরবেন।প্রকাশ্যমোনুষেরবিরুদ্ধাচরণলেপ্তিহবেনেনা।যাতমোনুষতারসম্পর্কখোরাপধারণানাকরে।কারণএক্ষেত্রেরোজা দারগণতাকবে-রোজেদারমনে করবে। দ্বিতীয় মত :

সে ব্যক্তনিজিরেদখোঅনুসারমোসেরশুরুতেঅমলকরবেনএবংএকাকীরোজা রাখা শুরুকরবেন। তবমোসেরশেষেনেজিরেদখোঅনুসারেঅমলকরবেন না।বরংঅন্যসবারসাথেরোজা ছাড়বেনেকরবে।এটঅিধকিাংশ আলেমেরমত। এদেরমধ্যেরয়েছেনেইমামআবুহানিফা, ইমামমালকেওইমামআহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ।

আর এ মতটি গ্রহণ করছেনে শাইখ ইবনউেছাইমীনরাহিমাহুল্লাহ। তনিি বলছেনে:"এটি সাবধানতামূলক অভমিত। এ মত গ্রহণেরে মাধ্যমে আমরা রোজা থাকা ও ছাড়া উভয় ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করছে।ি রোজা পালনরে ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব: আপনি রোজা রাখুন। কন্তিু রোজা ছাড়ার ব্যাপারে আমরা তাকে বলব: আপনি রোজা ছাড়বেনেনা; বরং রোজা রাখতে থাকুন।"সমাপ্ত[আশ-শারহুলমুমতি (৬/৩৩০)]

তৃতীয় মত :

সব্যেক্তি মাসরে শুরু অথবা সমাপ্তি কোন ক্ষত্রেে তারনজিরেদখোঅনুসারওোমল করবে না। বরং সবার সাথে রোজো রাখবএবং সবার সাথে রোজো ছাড়বে।

এক বর্ণনামতে এওভমিতরে পক্ষে রয়ছেনেইমামআহমাদ।শাইখুলইসলামইবনতোইময়িযাহএ মতটকিসেমর্থনকরছেনে এবং এর সপক্ষে অনকেদলীলপশেকরছেনে।তনিবিলনে:"আরতৃতীয় মত হচ্ছে- সব্যেক্তি অন্যসবমানুষরেসাথরেোজো রাখবনে এবং সবার সাথে রোজো ছাড়বনে। উল্লখেতি মতগুলোরেমধ্যএে মতটি বশেশিক্তশিালী।
এরপক্ষদেলীলহচ্ছনেবীসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়াসাল্লামএরবাণী:"আপনাদরেরোজো হবে সদেনি, যদেনি আপনারা সকলে রোজো রাখনে এবং আপনাদরে ঈদ হবে সদেনি যদেনি আপনারা সকলে ঈদ উদযাপন করনে। আর আপনাদরে ঈদুলআযহা হবে সদেনি যদেনি আপনারা সকলে পশু কোরবানী করনে।"[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে তরিমযিী এবং তনিি বলছেনে: হাদসিটি হাসান-গরীব, এটি আরও বর্ণনা করছেনে আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ। তনিি শুধু ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার প্রসঙ্গ উল্লখে করছেনে। এবং ইমাম তরিমযিী আব্দুল্লাহ ইবনে জাফররে সূত্রে উসমান ইবনে মুহাম্মদ হতে, তনিি আলমাকবুরি হতে, তনিি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করনে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:"রোজো হল সদেনি যদেনি আপনারা সকলে রোজো পালন করনে। ঈদুল ফতির (রোজো ভঙ্গরে ঈদ) হল সদেনি যদেনি আপনারা সকলে রোজো ভঙ্গ করনে। আর ঈদুলআযহা হল সদেনি যদেনি আপনারা সকলে পশু কোরবানী করনে।"তরিমযিী বলনে: এই হাদসিটি হাসান-গরীব। তনিি আরো বলনে:'আলমেগণরে মধ্যে অনকেে এই হাদসিটকিে ব্যাখ্যা করতে গয়িে বলনে:এর অর্থ হল- রোজো শুরু করতে হবে ও ঈদুল ফতির উদযাপন করতে হবে সম্মলিতিভাবে, সকল মানুষরে সাথে।" সমাপ্ত [মাজমূউল ফাতাওয়া (২৫/১১৪)]

তনিি আরও দলীল হসিবেে পশে করনে যে, কউে যদি জলিহজ্ব মাসরে নতুন চাঁদ একাকী দখেে তবে আলমেগণরে কউে একথা বলনেনি যে, (হজ্জ পালনরে ক্ষত্রেে) সে একাকী আরাফাতে অবস্থান করবে। তনিি আরো উল্লখে করনে যে, এই মাসয়ালার মূলভত্তিি হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা এই হুকুমকে নতুন চাঁদ ও মাসরে সাথে সম্পৃক্ত করছেনে।তনিি বলনে:

(يسألونكعنالأهلةقلهيمواقيتللناسوالحج)

"লোকেরো আপনাকে নতুন মাসরে চাঁদসম্পর্কে জজ্ঞিসে করে। আপনি তাদরেকে বলে দনিএটা মানুষরে (বভিন্নি কাজ-কর্মরে)এবং হজ্জরেসময় নর্িধারণ করার জন্য।"[২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]আয়াতে কারীমাতে আহল্লিাহ(أهلة) শব্দটি হলিাল(هلال) শব্দরে বহুবচন। হলিাল বলতে বুঝায়- যা দয়িে কোন ঘোষণা দয়ো হয় বা কোন কছিু প্রচার করা হয়। তাই আকাশে যদি চাঁদ উদতি হয় আর মানুষ সে সম্পর্কে না জানে এবং তা দয়িে মাস গণনা শুরু না করে তবে তো তা'হলিাল'হলো না।অনুরূপভাবে شهر(শাহর বা মাস) শব্দটি شهرة (শুহরত বা প্রসদ্ধি) শব্দ থকেে উদ্ভূত হয়ছে।ে সুতরাং মানুষরে মাঝে যদি প্রসদ্ধি নাপায় তবে তো নতুন মাস শুরু হয়ছে বলে গণ্য করা হবে না। অনকে মানুষ এই মাসয়ালাতে ভুল করনে এই ধারণার কারণে যে, তারা মনে করনে আকাশে নতুন চাঁদ উদতি হলইে তো তামাসরে প্রথম রাত্রি হসিবেে ধরা হবে- চাই সটো মানুষরে মাঝে প্রচার লাভ করুন অথবা না করুক, তারা এর দ্বারা নতুন মাস গণনা আরম্ভ করুক বা না করুক। কন্তিু ব্যাপারটি এমন

নয়; বরং মানুষরে কাছে নতুন চাঁদ প্রকাশতি হওয়া এবং এর দ্বারা তাদরে নতুন মাস শুরু করা আবশ্যক। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:

(صومكميومتصومون،وفطركميومتفطرون،وأضحاكميومتضحون)

“আপনাদরেরোজা হবে সদেনিযদেনিআপনারাসকলরেোজা পালন শুরু করনে। আপনাদরেঈদহবে সদেনিযদেনিআপনারাসকলরেোজা ভঙ্গকরনে। আরআপনাদরেঈদুলআযহাহবে সদেনিযদেনিআপনারাসকলপেশুকোরবানীকরনে।”অর্থাৎযদেনিটকিে আপনারারোজা পালন,ঈদুল ফতির উদযাপনএবংঈদুলআযহা উদযাপনরেদনি হসিবেজোনতে পরেছেনে। আরযদআিপনারাতানা-জানতে পারনে তবএেকারণআোপনাদরেউপরকোনহুকুমবর্তাবনো।”সমাপ্ত[মাজমূলফাতাওয়া (২৫/২০২)]

এইমতানুযায়ীফতোয়াদয়িছেনেশাইখআব্দুলআযযি বনি বায[মাজমূফাতাওয়াআশ-শাইখ(১৫/৭২)]) : وحديث الصوميومتصومون...) صححهاالألبانيرحمهاللهفيصحيحسننالترمذيبرقم (561

“রোজা হবে সদেনিযদেনিআপনারাসকলরেোজা পালন শুরু করনে...”হাদসিটকিআোলবানীসহীহসুনানে তরিমযিগ্রিন্থে সহীহবলচেহ্নিতিকরছেনে (৫৬১)।

আরও দখেুন ফকিাহবদিগণরে মতামত- আল মূগনী (৩/৪৭, ৪৯), আল মাজমূ(৬/২৯০), আল-মাওসুআ আল-ফক্বিহয়্যিাহ (১৮/২৮)] আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।